আল-কুরআনুল কারীম

বাংলা অনুবাদ

[সূরার নামকরণ, শানে নুযূল, আলোচ্য বিষয়-সহ]

ডিমাই সাইজ

অনুবাদ

মাসঊদুর রহমান নূর

সম্পাদনা

হাফেয মাহমুদুল হাসান মাদানী

উপাধ্যক্ষ, জামেয়া কাসেমিয়া কামিল মাদরাসা, নরসিংদী

সবুজপত্র

সূরা নির্দেশিকাসহ সূচিপত্র

	নং	সূরার নাম		নুযূল	আয়াত	রুকূ’	পারা	পৃষ্ঠা
প্রথম মনযিল	১	আল-ফাতিহা	اَلْفَاتِحَة	মাক্কী	৭	১	১	১৫
	২	আল-বাক্বারাহ	اَلْبَقَرَة	মাদানী	২৮৬	৪০	১-৩	১৯
	৩	আলে ইমরান	آلِ عِمْرَان	মাদানী	২০০	২০	৩-৪	৬৯
	৪	আন্-নিসা	اَلنِّسَآء	মাদানী	১৭৬	২৪	৪-৬	৯৮
দ্বিতীয় মনযিল	৫	আল-মায়িদাহ	اَلْمَآئِدَة	মাদানী	১২০	১৬	৬-৭	১২৭
	৬	আল-আন‘আম	اَلْاَنْعَام	মাক্কী	১৬৫	২০	৭-৮	১৪৯
	৭	আল-আ’রাফ	اَلْاَعْرَاف	মাক্কী	২০৬	২৪	৮-৯	১৭৩
	৮	আল-আনফাল	اَلْاَنْفَال	মাদানী	৭৫	১০	৯-১০	২০২
	৯	আত-তাওবাহ	اَلتَّوْبَة	মাদানী	১২৯	১৬	১০-১১	২১২
তৃতীয় মনযিল	১০	ইউনুস	يُوْنُس	মাক্কী	১০৯	১১	১১	২৩২
	১১	হূদ	هُوْد	মাক্কী	১২৩	১০	১১-১২	২৪৭
	১২	ইউসুফ	يُوْسُف	মাক্কী	১১১	১২	১২-১৩	২৬৩
	১৩	আর্-রা’দ	اَلرَّعْد	মাদানী	৪৩	৬	১৩	২৮০
	১৪	ইবরাহীম	اِبْرَاهِيْم	মাক্কী	৫২	৭	১৩	২৮৭
	১৫	আল-হিজ্‌র	اَلْحِجْر	মাক্কী	৯৯	৬	১৩-১৪	২৯৪
	১৬	আন্-নাহল	اَلنَّحْل	মাক্কী	১২৮	১২	১৪	৩০২
চতুর্থ মনযিল	১৭	বনী ইসরাঈল, আল-ইসরা	بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْل، اَلْاِسْرَء	মাক্কী	১১১	১২	১৫	৩১৯
	১৮	আল-কাহফ	اَلْكَهْف	মাক্কী	১১০	১২	১৫-১৬	৩৩৩
	১৯	মারইয়াম	مَرْيَم	মাক্কী	৯৮	৬	১৬	৩৪৭
	২০	ত্বা-হা	طٰهٰ	মাক্কী	১৩৫	৮	১৬	৩৫৬
	২১	আল-আম্বিয়া	اَلْاَنْبِيَآء	মাক্কী	১১২	৭	১৭	৩৬৯
	২২	আল-হাজ্জ	اَلْحَجّ	মাদানী	৭৮	১০	১৭	৩৮১
	২৩	আল-মু’মিনূন	اَلْمُؤْمِنُوْن	মাক্কী	১১৮	৬	১৮	৩৯২
	২৪	আন্-নূর	اَلنُّوْر	মাদানী	৬৪	৯	১৮	৪০২
	২৫	আল-ফুরক্বান	اَلْفُرْقَان	মাক্কী	৭৭	৬	১৮-১৯	৪১৩
পঞ্চম মনযিল	২৬	আশ্-শু‘আরা	اَلشُّعَرَآء	মাক্কী	২২৭	১১	১৯	৪২২
	২৭	আন্-নামল	اَلنَّمْل	মাক্কী	৯৩	৭	১৯-২০	৪৩৮
	২৮	আল-ক্বাসাস	اَلْقَصَص	মাক্কী	৮৮	৯	২০	৪৪৯
	২৯	আল-‘আনকাবূত	اَلْعَنْكَبُوْت	মাক্কী	৬৯	৭	২০-২১	৪৬১
	৩০	আর-রূম	اَلرُّوْم	মাক্কী	৬০	৬	২১	৪৭০
	৩১	লুক্বমান	لُقْمَان	মাক্কী	৩৪	৪	২১	৪৭৮
	৩২	আস্-সাজদাহ	اَلسَّجْدَة	মাক্কী	৩০	৩	২১	৪৮২
	৩৩	আল-আহযাব	اَلْاَحْزَاب	মাদানী	৭৩	৯	২১-২২	৪৮৬
	৩৪	সাবা	سَبَأ	মাক্কী	৫৪	৬	২২	৪৯৭
	৩৫	আল-ফাত্বির	اَلْفَاطِر	মাক্কী	৪৫	৫	২২	৫০৪
	৩৬	ইয়া-সীন	يٰسٓ	মাক্কী	৮৩	৫	২২-২৩	৫১১

সূরা [১] আল-ফাতিহা

আয়াত-৭, রুকূ'-১, মাক্কী

সূরা আল-ফাতিহা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা

সূরার নামকরণ

কুরআন মাজীদের একশত চৌদ্দটি সূরার মধ্যে প্রতিটির জন্য একটি নাম নির্দিষ্ট করা হয়েছে। এই নামকরণের ব্যাপারে কয়েকটি বিশেষ নীতি অনুসরণ করা হয়েছে। তন্মধ্যে কিছু নাম আছে কুরআন ও হাদীসভিত্তিক আর কিছু নাম রয়েছে আলেমদের ইজতিহাদ-প্রসূত। কোনো কোনো সূরার নাম রাখা হয়েছে, এর প্রথম শব্দ দ্বারা। কোনো সূরায় আলোচিত বিশেষ কোনো কথা কিংবা তাতে উল্লিখিত বিশেষ কোনো শব্দ নিয়ে তা-ই নাম হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। আবার কোনো কোনো সূরার নামকরণ করা হয়েছে, তার অভ্যন্তরীণ ভাবধারা ও বিষয়বস্তুকে ভিত্তি করে। কয়েকটি সূরার নাম রাখা হয়েছে কোনো একটি বিশেষ ঘটনার প্রতি খেয়াল রেখে।

সূরা আল-ফাতিহার নাম রাখা হয়েছে কুরআন মাজীদের স্থান-মর্যাদা, বিষয়বস্তু-ভাবধারা, প্রতিপাদ্য ইত্যাদি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে। এদিক দিয়ে সূরা আল-ফাতিহার স্থান সর্বোচ্চ। কেননা, অন্যান্য সূরার ন্যায় সূরা আল-ফাতিহার নাম মাত্র একটি নয়; অনেকগুলো। উল্লেখযোগ্য কয়েকটি নাম হচ্ছে,

১. **ফাতিহাতুল কিতাব** (فَاتِحَةُ الْكِتَابِ)**:** অর্থাৎ, কুরআনের চাবিকাঠি। কেননা, এ সূরা দ্বারাই কুরআনের সূচনা হয়, আল-কুরআনের প্রথম স্থানেই একে রাখা হয়েছে এবং কুরআন খুলে সর্বপ্রথম এ সূরা-ই তেলাওয়াত করতে হয়। কখনো কখনো এ নামের রূপান্তর হয়ে 'ফাতিহাতুল কুরআন' হয়ে থাকে। এতে অর্থের দিক দিয়ে কোনো পার্থক্যই হয় না।

২. **উম্মুল কিতাব** (أُمُّ الْكِتَابِ)**:** আরবী ভাষায় উম্ম বলা হয় সর্ব-ব্যাপক ও কেন্দ্রীয় মর্যাদাসম্পন্ন জিনিসকে। সহীহ বুখারী'র কিতাবুত্ তাফসীরের শুরুতে ইমাম বুখারী রাহিমাহুল্লাহ লিখেছেন, "এর নাম 'উম্মুল কিতাব' এজন্য বলা হয়েছে যে, কুরআন লিখতে ও পড়তে এটিই প্রথম এবং সালাতের কিরাআতেও এটিই প্রথম পাঠ করতে হয়"।

৩. **সূরাতুল হামদ** (سُوْرَةُ الْحَمْدِ)**:** হামদ, তা'রীফ ও প্রশংসার সূরা। 'হামদ' এ সূরার প্রথম শব্দ। এতে আল্লাহর প্রতি হামদ-তা'রীফ-প্রশংসা ও শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়েছে। তাই এটি এ সূরার জন্য যথার্থ নাম।

৪. **সূরাতুস সালাত** (سُوْرَةُ الصَّلَاةِ)**:** অর্থাৎ, সালাতের সূরা। যেহেতু সব সালাতের প্রতি রাকাআতেই এটি পাঠ করতে হয়, সেজন্যই এ নামকরণ করা হয়েছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ»

অর্থাৎ, "যে ব্যক্তি সালাতে সূরা ফাতিহা পড়বে না, তার সালাত হবে না।" [বুখারী: ৭৫৬, মুসলিম: ৩৯৪]

৫. **আস-সাব'উল মাছানী** (اَلسَّبْعُ الْمَثَانِيْ)**:** অর্থাৎ, 'বার বার পঠিত সাতটি আয়াত'। সূরা ফাতিহার সাতটি আয়াত রয়েছে এবং তা বার বার পাঠ করা হয় বলে এর একটি নাম 'সাবউল মাছানী'।

এ ছাড়াও **সূরাতুল কুরআনিল আযীম** (سُوْرَةُ الْقُرْآنِ الْعَظِيْمِ), **সূরাতুশ শুক্‌র** (سُوْرَةُ الشُّكْرِ), **সূরাতুশ শিফা** (سُوْرَةُ الشِّفَاءِ), **সূরাতুল কাফিয়্যাহ** (سُوْرَةُ الْكَافِيَةِ) ইত্যাদি নামে সূরা ফাতিহাকে অভিহিত করা হয়।

বিতাড়িত, অভিশপ্ত শয়তান থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।	اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ

সূরা [১] আল-ফাতিহা, মাক্কী

سُوْرَةُ الْفَاتِحَةِ مَكِّيَّةٌ

পরম করুনাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
[১] সমস্ত প্রশংসা শুধুই আল্লাহর জন্য, যিনি বিশ্ব-জাহানের রব[১]।	اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝١
[২] (যিনি) পরম করুনাময়, অসীম দয়ালু,	الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝٢
[৩] (যিনি) প্রতিদান দিবসের (একচ্ছত্র) মালিক।	مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۝٣
[৪] আমরা একমাত্র আপনারই ইবাদত করি এবং আপনার নিকটই সাহায্য প্রার্থনা করি।	اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۝٤
[৫] আপনি আমাদেরকে ‘সিরাতুল মুস্তাকিম’ তথা সরল-সঠিক পথ প্রদর্শন করুন।	اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۝٥
[৬] তাদের পথ; যাদের প্রতি আপনি অনুগ্রহ করেছেন।	صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۝٦
[৭] তাদের পথ নয়; যাদের প্রতি আপনার গযব পড়েছে, এবং তাদের পথও নয়; যারা পথভ্রষ্ট।	غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ۝٧

১. রব (رَبّ) শব্দের অর্থ কোনো কিছুর মালিক হওয়া এবং সেটার রক্ষণাবেক্ষণ করা। কোনো কিছুর উপর কর্তৃত্ব করা এবং সেটার উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা। আরবী ভাষায় ‘রব’ শব্দটি মালিক, মনিব, প্রভু, পরিচালক, প্রতিপালক, তত্ত্বাবধায়ক, অনুগ্রহকারী ইত্যাদি বহুবিধ অর্থে ব্যবহৃত হয় [লিসানুল আরব]।

এ সকল অর্থে আরবীতে ‘রব’ শব্দটি ‘আল্লাহ্’ ছাড়া অন্য কারো প্রতি ব্যবহার করার রীতিও প্রচলিত এবং প্রসিদ্ধ। সাধারণভাবে বলা হয়, ‘সম্পদের মালিক’, ‘উটের মালিক’ ইত্যাদি। কিয়ামতের আলামাত সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “দাসী তার মনিবকে জন্ম দেবে” [বুখারী ও মুসলিম]। হারিয়ে যাওয়া উট সম্পর্কে তিনি বলেছেন, “তাকে ছেড়ে দাও, তার মালিকই তাকে খুঁজে নেবে” [বুখারী ও মুসলিম]। আল-কুরআনে এসেছে, ইউসুফ আলাইহিস সালাম অন্য আরেকজনকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন, “তোমাদের মধ্যে একজন তার মনিবকে মদ পান করাবে” [সূরা ইউসুফ: ৪১]।

এই বিশ্লেষণের পর এটা সহজেই অনুমেয় যে, ‘রব’ শব্দটির শাব্দিক অর্থের উপর শির্‌ক-কুফ্‌রের বিধান আরোপ করা সম্ভব নয়। আল্লাহকে যে অর্থে ‘রব’ বলা হয় সেটিই মূলত ঈমান ও কুফ্‌রের সাথে সম্পর্কিত।

আল্লাহ ‘রব’; এর অর্থ হলো, তিনি মহাবিশ্বের একমাত্র সৃষ্টিকর্তা, সুবিশাল সৃষ্টিরাজির উপর একক ও স্বয়ংসম্পূর্ণরূপে কর্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণের অধিকারী, সৃষ্টিকূলের রক্ষণাবেক্ষণ ও প্রতিপালনকারী। তিনি প্রতিটি সৃষ্টির প্রয়োজন পূর্ণ করেন এবং বিপদ-আপদে আশ্রয় প্রদান করেন। তার প্রিয়ভাজনদেরকে তিনি এমনভাবে প্রতিপালন করেন, যেন তাদের অন্তরগুলো সঠিক পথে প্রতিষ্ঠিত থাকে। তিনিই মালিক, স্রষ্টা, নেতা ও পরিচালক।

এটি মহান আল্লাহর একটি অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ নাম। কুরআনুল কারীমে এ নামটি ৯০০ বার উল্লেখ করা হয়েছে।

সূরা [২] আল-বাক্বারাহ

আয়াত ২৮৬, রুকূ'-৪০, মাদানী

নামকরণ: সূরার সাতষট্টিতম আয়াতের بَقَرَة (বাক্বারাহ) শব্দ থেকে এর নামকরণ করা হয়েছে।

নাযিলের সময়: হিজরতের পরপরই সূরাটির বেশির ভাগ অংশ নাযিল হয়। কোনো কোনো অংশ অনেক পরেও নাযিল হয়েছে। সুদ হারাম হওয়ার আয়াত দশম হিজরীতে এবং সূরার শেষ কয়েকটি আয়াত হিজরতেরও আগে নাযিল হয়েছে।

আলোচ্য বিষয়

১-২	:	কুরআন সকল সংশয়-সন্দেহের উর্ধ্বে। এটি মুত্তাকীদের জন্য পথ প্রদর্শক।
৩-৫	:	মুত্তাকীদের পরিচয় ও তাদের শুভ পরিণাম।
৬-৭	:	কাফেরদের বৈশিষ্ট্য ও তাদের পরিণতি।
৮-২০	:	মুনাফিকদের বৈশিষ্ট্য, অবাধ্যতা ও বিভ্রান্তিতে ডুবে থাকা এবং তাদের পরিণাম।
২১-২২	:	মানবজাতিকে এক আল্লাহর দাসত্ব করার আহ্বান।
২৩-২৪	:	কুরআন আল্লাহর কিতাব হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ পোষণকারীদের প্রতি চ্যালেঞ্জ।
২৫	:	মুমিন ও সৎকর্মশীলগণের জন্য সুসংবাদ।
২৬-২৯	:	অবিশ্বাসীদের প্রতি উপদেশ।
৩০-৩৯	:	মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য ও ইতিহাস, ফেরেশতাদের সাথে আল্লাহর কথোপকথন।
৪০-১২৩	:	বনি ইসরাঈলের প্রতি আল্লাহর বিপুল অনুগ্রহ এবং তাদের অবাধ্যতা ও হঠকারিতার ইতিহাস, ফিরআউন ও তার সম্প্রদায়ের নির্যাতন, গাভী-বৃত্তান্ত, হারূত-মারূতের কাহিনী, 'নাস্খ'-এর বিধান, ইহুদি-নাসারাদের স্ব-স্ব ধর্মীয় গ্রন্থের বিকৃতির ইতিবৃত্ত।
১২৪-১৪১	:	ইবরাহীম ও ইসমাঈল আলাইহিস সালাম কর্তৃক বাইতুল্লাহ নির্মাণের ইতিহাস।
১৪২-১৫০	:	বায়তুল মাকদাসের পরিবর্তে কাবাকে কিবলা নির্ধারণ।
১৫১-১৬৭	:	মুসলিমদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ। আল্লাহর প্রতি মানুষের কর্তব্য। আল্লাহর রাস্তায় শহীদদের মর্যাদা।
১৬৮-১৭৩	:	হালাল খাদ্য গ্রহণ ও হারাম খাদ্য বর্জনের নির্দেশ। কতিপয় হারামের উল্লেখ।
১৭৪-১৭৬	:	আল্লাহর কিতাব ও কিতাবের বিধান গোপন করার কঠিন পরিণতি।
১৭৭-১৮২	:	মুত্তাকি কারা? কিসাস ও অসিয়তের বিধান।
১৮৩-১৮৭	:	রমযান মাসের সিয়াম ও ইতিকাফের বিধান। রমযান কুরআন নাযিলের মাস।
১৮৮-১৮৯	:	অন্যায়ভাবে পরের সম্পদ ভক্ষণে নিষেধাজ্ঞা। নতুন চাঁদের বিধান।
১৯০-১৯৫	:	আল্লাহর রাস্তায় লড়াইয়ের নির্দেশ ও নীতিমালা।
১৯৬-২০৩	:	হজ্জের বিধান। হারাম মাসসমূহের মর্যাদা।
২০৪-২১০	:	মুনাফিক ও মুমিনদের বৈশিষ্ট্য।
২১১-২২০	:	মুমিনদের জন্য উপদেশ ও বিধান।
২২১-২৪২	:	বিয়ে, তালাক, বুকের দুধপান, খোরপোষ ও ইদ্দতের বিধান। শপথের নীতিমালা।
২৪৩-২৫২	:	আল্লাহর পথে সংগ্রাম ও ত্যাগ-তিতিক্ষার দৃষ্টান্ত। দাঊদ, তালূত ও জালূতের কাহিনী।
২৫৩-২৬০	:	মুমিনদের প্রতি আল্লাহর উপদেশ। আয়াতুল কুরসি। আল্লাহ মৃতকে কিভাবে জীবিত করেন, তার দৃষ্টান্ত।
২৬১-২৭৪	:	আল্লাহর পথে দানের মর্যাদা। দান কীভাবে নষ্ট হয়।
২৭৫-২৮১	:	সুদ নিষিদ্ধের ঘোষণা। যাকাত প্রদানের নির্দেশ।
২৮২-২৮৩	:	ঋণ আদান-প্রদানের নিয়ম ও বিধান।
২৮৪-২৮৬	:	মহাবিশ্বে আল্লাহর কর্তৃত্ব, রাজত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের ঘোষণা। ঈমানের বিষয়বস্তু। দু'আর প্রশিক্ষণ।

সূরা [২] আল-বাক্বারাহ, মাদানী বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম	سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ مَدَنِيَّةٌ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
[১] আলিফ লাম মীম।[১]	الٓمّٓ ١
[২] এটিই সেই কিতাব, যাতে কোনো প্রকার সন্দেহ নেই। এটি মুত্তাকী তথা আল্লাহভীরুদের জন্য পথ-প্রদর্শক।	ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ ۛ فِيْهِ ۛ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ ٢
[৩] যারা অদৃশ্যের উপর ঈমান আনে, সালাত কায়েম করে এবং আমি তাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি, তা থেকে (আমার নির্দেশিত পথে) ব্যয় করে।	الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ٣
[৪] আর যারা ঈমান আনে আপনার প্রতি যে কিতাব (আল-কুরআন) নাযিল করা হয়েছে তার উপর এবং যা কিছু নাযিল করা হয়েছে আপনার পূর্ববর্তী (নবী)-দের প্রতি সেগুলোর উপর, আর যারা পরকালে নিশ্চিত বিশ্বাস রাখে;	وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَآ اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ ۚ وَبِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ ٤
[৫] বস্তুত, এ ধরনের লোকেরাই তাদের প্রতিপালকের নির্দেশিত হেদায়াতের উপর প্রতিষ্ঠিত আছে এবং এরাই হবে সফলকাম।	اُولٰٓئِكَ عَلٰى هُدًى مِّنْ رَّبِّهِمْ ۗ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ٥
[৬] নিশ্চয়ই যারা (এ বিষয়গুলোর উপর ঈমান আনতে) অস্বীকার করে, তাদেরকে আপনি (পরকালের ব্যাপারে) সাবধান করুন আর না করুন, উভয়টাই তাদের জন্য সমান; তারা ঈমান আনবে না।	اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ ءَاَنْذَرْتَهُمْ اَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ٦
[৭] (নিরন্তর কুফরীতে ডুবে থাকার ফলে) আল্লাহ তাদের অন্তঃকরণ ও শ্রবণেন্দ্রিয়গুলোর উপর সিলমোহর মেরে দিয়েছেন এবং তাদের দৃষ্টিশক্তির উপরেও (নাফরমানির) আবরণ পড়ে গেছে। আর (পরকালে) তাদের জন্য রয়েছে মহাশাস্তি।	خَتَمَ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ وَعَلٰى سَمْعِهِمْ ؕ وَعَلٰٓى اَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ ۫ وَّلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ٧
[রুকূ'-২] [৮] মানুষদের মধ্যে এমন কিছু লোক আছে, যারা (মুখে) বলে, আমরা আল্লাহ ও পরকালের উপর ঈমান এনেছি, কিন্তু (প্রকৃতপক্ষে) তারা মুমিন নয়।	وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّقُوْلُ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَبِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِيْنَ ٨
[৯] (মুখে ঈমানের দাবি করে) তারা আল্লাহ ও মুমিনদেরকে ধোঁকা দিতে চায়। (বাস্তবতা হলো) আসলে তারা তাদের নিজেদেরকেই ধোঁকা দিচ্ছে, কিন্তু সেটা তারা বুঝতেই পারছে না।	يُخٰدِعُوْنَ اللّٰهَ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ۚ وَمَا يَخْدَعُوْنَ اِلَّآ اَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُوْنَ ٩
[১০] তাদের অন্তরে (সন্দেহ ও কপটতার) যে ব্যাধি রয়েছে, আল্লাহ সেটিকে আরো বাড়িয়ে দিয়েছেন। আর তাদের জন্য (পরকালে) রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। কারণ, তারা মিথ্যাচার করেছিল।	فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ ۙ فَزَادَهُمُ اللّٰهُ مَرَضًا ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۢ ۙ بِمَا كَانُوْا يَكْذِبُوْنَ ١٠
[১১] যখন তাদেরকে বলা হয়, 'তোমরা যমিনে অশান্তি ও বিপর্যয় সৃষ্টি করো না।' তারা বলে, '(কিসের অশান্তি!) বরং আমরাই তো কেবল সংশোধন করে যাচ্ছি।'	وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوْا فِي الْاَرْضِ ۙ قَالُوْٓا اِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُوْنَ ١١

وقف لازم

১. আলিফ-লাম-মীম: এ ধরনের হরফগুলোকে কুরআনের পরিভাষায় 'হুরূফে মুক্বাত্তাআত' বলা হয়। উনত্রিশটি সূরার শুরুতে এ ধরনের হরফ রয়েছে, যেখানে মোট চৌদ্দটি আরবী বর্ণ ব্যবহৃত হয়েছে। এগুলো মূলত কতগুলো বিচ্ছিন্ন হরফ দ্বারা গঠিত এক-একটি বাক্য। এর অর্থ কী বা কী উদ্দেশ্যে সূরার শুরুতে এগুলো ব্যবহৃত হয়েছে, তা একমাত্র মহান আল্লাহ-ই ভালো জানেন।

[১২] সাবধান! এরাই হচ্ছে প্রকৃত অশান্তি সৃষ্টিকারী। কিন্তু সেটা তারা উপলব্ধি করতে পারে না।	اَلَآ اِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُوْنَ وَلٰكِنْ لَّا يَشْعُرُوْنَ ﴿١٢﴾
[১৩] আর যখন তাদেরকে বলা হয়, ‘অন্যসব লোকেরা যেভাবে (একনিষ্ঠতার সাথে) ঈমান এনেছে, তোমরাও সেভাবে ঈমান আনো।’ তারা বলে, ‘আমরা কি সেভাবে ঈমান আনব, নির্বোধরা যেভাবে ঈমান এনেছে?’ সাবধান! মূলত নির্বোধ তো হচ্ছে তারা নিজেরাই, কিন্তু তারা তা জানে না।	وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ اٰمِنُوْا كَمَآ اٰمَنَ النَّاسُ قَالُوْٓا اَنُؤْمِنُ كَمَآ اٰمَنَ السُّفَهَآءُ ؕ اَلَآ اِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَآءُ وَلٰكِنْ لَّا يَعْلَمُوْنَ ﴿١٣﴾
[১৪] (এসব মুনাফিকদের অবস্থাটা দাঁড়িয়েছে এমন যে,) যখন তারা মুমিনদের সাথে মিলিত হয়, তখন তাদেরকে বলে, ‘আমরা তো ঈমান এনেছি।’ আবার যখন তাদের সহযোগী শয়তানদের সাথে নির্জনে অবস্থান করে, তখন তাদেরকে বলে, ‘আসলে আমরা তোমাদের সাথেই আছি। (ওদের কাছে গিয়ে ঈমানের কথা বলে) আমরা তো কেবল ঠাট্টা-মশকরা করি।’	وَاِذَا لَقُوا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قَالُوْٓا اٰمَنَّا ۚۖ وَاِذَا خَلَوْا اِلٰى شَيٰطِيْنِهِمْ ۙ قَالُوْٓا اِنَّا مَعَكُمْ ۙ اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِءُوْنَ ﴿١٤﴾
[১৫] ঠাট্টা তো মূলত আল্লাহ তাদের সাথে করে যাচ্ছেন। তিনি তাদেরকে তাদের এই সীমালঙ্ঘনের ক্ষেত্রে ছাড় দিচ্ছেন বলেই তারা উদ্ভ্রান্তভাবে ঘুরে বেড়ানোর সুযোগ পাচ্ছে।	اَللّٰهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِيْ طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُوْنَ ﴿١٥﴾
[১৬] যেহেতু, এরা (জেনে-শুনে) হেদায়াতের বিনিময়ে ভ্রষ্টতা কিনে নিয়েছে; ফলে তাদের এই ব্যবসা একেবারেই লাভজনক হয়নি এবং তারা সঠিক পথের অনুসারীও হতে পারেনি।	اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ اشْتَرَوُا الضَّلٰلَةَ بِالْهُدٰى ۪ فَمَا رَبِحَتْ تِّجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوْا مُهْتَدِيْنَ ﴿١٦﴾
[১৭] এদের দৃষ্টান্ত হচ্ছে সেই ব্যক্তির মতো, যে (অন্ধকারে পথ চলার জন্য) আগুন জ্বালালো। সেই প্রজ্বলিত আগুন যখন তার চারপাশকে আলোকিত করে তুললো, তখনই আল্লাহ তাদের আলোটুকু নিয়ে গিয়ে তাদেরকে এমন ঘোর অন্ধকারে ছেড়ে দিলেন যে, তারা কিছুই আর দেখতে পাচ্ছে না।	مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِى اسْتَوْقَدَ نَارًا ۚ فَلَمَّآ اَضَآءَتْ مَا حَوْلَهٗ ذَهَبَ اللّٰهُ بِنُوْرِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِيْ ظُلُمٰتٍ لَّا يُبْصِرُوْنَ ﴿١٧﴾
[১৮] এরা বধির, বোবা, অন্ধ; (হেদায়াতের দিকে) এরা আর কখনো ফিরে আসবে না।	صُمٌّۢ بُكْمٌ عُمْىٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُوْنَ ۙ ﴿١٨﴾
[১৯] অথবা, (এদের দৃষ্টান্ত হচ্ছে) আসমান থেকে ঝরতে থাকা প্রবল বৃষ্টির মতো, যাতে ঘনঘোর অন্ধকার, বজ্রধ্বনি ও বিদ্যুতের চমকানি সবই রয়েছে। বজ্রপাতের গর্জনে মৃত্যুর ভয়ে তারা তাদের কানে আঙুল ঢুকিয়ে রাখে। আর (এভাবে তারা আত্মরক্ষা করতে চায়। অথচ, ভুলে যায় যে) আল্লাহ কাফেরদেরকে সবদিক থেকেই পরিবেষ্টন করে রেখেছেন।	اَوْ كَصَيِّبٍ مِّنَ السَّمَآءِ فِيْهِ ظُلُمٰتٌ وَّرَعْدٌ وَّبَرْقٌ ۚ يَجْعَلُوْنَ اَصَابِعَهُمْ فِيْٓ اٰذَانِهِمْ مِّنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ ؕ وَاللّٰهُ مُحِيْطٌۢ بِالْكٰفِرِيْنَ ﴿١٩﴾
[২০] বিদ্যুচ্চমকের ঝলকানি তাদের দৃষ্টিশক্তিগুলো কেড়ে নেয়ার উপক্রম করে। এতদসত্ত্বেও যখনই আল্লাহ তাদের জন্য বিদ্যুৎ চমকান, তারা সেই আলোতে খানিক পথ চলে। আবার যখন অন্ধকার চাপিয়ে দেন, তখন তারা থমকে দাঁড়ায়। আল্লাহ চাইলে (খুব সহজেই) তাদের শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিসমূহ ছিনিয়ে নিতে পারেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান।	يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ اَبْصَارَهُمْ ؕ كُلَّمَآ اَضَآءَ لَهُمْ مَّشَوْا فِيْهِ ۙ وَاِذَآ اَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوْا ؕ وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَاَبْصَارِهِمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ﴿٢٠﴾

সূরা [১৮] আল-কাহফ

আয়াত-১১০, রুকূ’-১২, মাক্কী

নামকরণ: সূরার নবম আয়াতের اَلۡكَهۡف (আল-কাহ্‌ফ) শব্দ থেকে এর নাম রাখা হয়েছে।

নাযিলের সময়: নবুওয়াতের পঞ্চম বছরের শেষদিকে যখন সাহাবায়ে কেরামের উপর যুলুম-নির্যাতন ও বিরোধিতা অনেক বেড়ে গিয়েছিল, তখন এ সূরাটি নাযিল হয়।

আলোচ্য বিষয়

১-৮ : কুরআনে কোনো বক্রতা নেই। এটি সঠিক ও সুদৃঢ়। মানুষের কুরআন-বিমুখতা নবীকে কষ্ট দেয়।

৯-২৬ : আসহাবে কাহ্‌ফের ঘটনার বিবরণ এবং এ প্রসঙ্গে উপদেশ।

২৭-৩১ : রাসূলের প্রতি উপদেশ। যালেমদের প্রতি সতর্কতা। মুমিনদের প্রতি সুসংবাদ।

৩২-৪৪ : উপমার মাধ্যমে শির্কের অসারতা এবং তাওহীদের যুক্তি।

৪৫-৪৯ : দুনিয়ার জীবনের অসারতার দৃষ্টান্ত। আমলনামার সর্বব্যাপীতার বর্ণনা। হাশর ও বিচারের দৃশ্যায়ন।

৫০-৫৩ : মানুষ কিভাবে তার শত্রু ইবলিসকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করে? শির্কের অসারতা।

৫৪-৫৯ : কুরআনে সব কিছুর বর্ণনা থাকা সত্ত্বেও লোকেরা বিবাদ করে। সবচেয়ে বড় যালেম আল্লাহর আয়াত প্রত্যাখ্যানকারীরা।

৬০-৮২ : এক জ্ঞানী ব্যক্তির সন্ধানে ও সান্নিধ্যে মূসা আলাইহিস সালাম। এ সংক্রান্ত চাঞ্চল্যকর বিবরণ।

৮৩-১০১ : যুলকারনাইনের (সাইরাস দ্যা গ্রেট-এর) প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহের বিবরণ এবং তার কল্যাণমূলক কার্যক্রম। ইয়াজূজ মাজূজের বর্ণনা।

১০২-১১০ : ‘শির্কমুক্ত আমলে সালেহ’ বাঁচার একমাত্র উপায়। যারা আল্লাহর সৃষ্টিকে অভিভাবক বানিয়ে নেয় তাদের জন্য জাহান্নাম। সর্বনিকৃষ্ট আমলের অধিকারী কারা? মুমিনদের জন্য সুসংবাদ। আল্লাহর প্রশংসা লিখে শেষ করা যাবে না।

সূরা [১৮] আল-কাহফ, মাক্কী বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম	سُوۡرَةُ الۡكَهۡفِ مَكِّيَّةٌ بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ
[১] সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি তাঁর বান্দার উপর এ কিতাব নাযিল করেছেন এবং এর মধ্যে কোনো বক্রতা ও জটিলতা রাখেন নি।	اَلۡحَمۡدُ لِلّٰهِ الَّذِیۡۤ اَنۡزَلَ عَلٰی عَبۡدِهِ الۡكِتٰبَ وَلَمۡ یَجۡعَلۡ لَّهٗ عِوَجًا ؕ ﴿۱﴾
[২] তিনি একে সরলভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন, যাতে এটি মানুষকে আল্লাহর কঠিন আযাব থেকে সাবধান করে দেয় এবং সৎকর্মশীল মুমিনদেরকে এ সুসংবাদ দেয় যে, তাদের জন্য (জান্নাতে) উত্তম প্রতিদান রয়েছে।	قَیِّمًا لِّیُنۡذِرَ بَاۡسًا شَدِیۡدًا مِّنۡ لَّدُنۡهُ وَیُبَشِّرَ الۡمُؤۡمِنِیۡنَ الَّذِیۡنَ یَعۡمَلُوۡنَ الصّٰلِحٰتِ اَنَّ لَهُمۡ اَجۡرًا حَسَنًا ۙ ﴿۲﴾
[৩] সেখানে তারা অনন্তকাল অবস্থান করবে।	مَّاكِثِیۡنَ فِیۡهِ اَبَدًا ۙ ﴿۳﴾
[৪] আর (তিনি এটি নাযিল করেছেন) ঐসব লোকদেরকে সতর্ক করার জন্য, যারা বলে, ‘আল্লাহ সন্তান গ্রহণ করেছেন।’	وَّیُنۡذِرَ الَّذِیۡنَ قَالُوا اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا ٭ ﴿۴﴾

[৫] (এ কথা যে তারা বলে) আসলে এ ব্যাপারে তাদের কোনো জ্ঞান নেই। তাদের পূর্বপুরুষদেরও ছিল না। বস্তুত, এটি খুবই গুরুতর একটি কথা, যা তাদের মুখ দিয়ে বের হয়। আর তারা যা বলছে, তা সর্বৈব মিথ্যা ছাড়া আর কিছুই নয়।	مَا لَهُمْ بِهٖ مِنْ عِلْمٍ وَّلَا لِاٰبَآئِهِمْ ؕ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ اَفْوَاهِهِمْ ؕ اِنْ يَّقُوْلُوْنَ اِلَّا كَذِبًا ﴿٥﴾
[৬] (হে নবী!) যদি তারা এর (কুরআনের) উপর ঈমান না আনে, তাহলে হয়তো আপনি তাদের জন্য আফসোস করে করে নিজের জীবনটাই বরবাদ করে দেবেন।	فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ عَلٰۤى اٰثَارِهِمْ اِنْ لَّمْ يُؤْمِنُوْا بِهٰذَا الْحَدِيْثِ اَسَفًا ﴿٦﴾
[৭] (জেনে রাখুন!) পৃথিবীতে যা কিছু আছে তা দিয়ে আমি তাকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করেছি, যাতে করে আমি মানুষদেরকে পরীক্ষা করতে পারি, কে তাদের মধ্যে আমলের দিক দিয়ে সর্বোত্তম।	اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْاَرْضِ زِيْنَةً لَّهَا لِنَبْلُوَهُمْ اَيُّهُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا ﴿٧﴾
[৮] শেষ পর্যন্ত আমি এই সবকিছুকেই একটি উদ্ভিদশূন্য সমতল ময়দানে পরিণত করব।	وَاِنَّا لَجٰعِلُوْنَ مَا عَلَيْهَا صَعِيْدًا جُرُزًا ﴿٨﴾
[৯] (হে নবী!) আপনার কি মনে হয় না যে, গুহাবাসী ও গুহাতে লাগানো স্মারকলিপি আমার বিস্ময়কর নিদর্শনগুলোর মধ্যে শামিল?	اَمْ حَسِبْتَ اَنَّ اَصْحٰبَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيْمِ ۙ كَانُوْا مِنْ اٰيٰتِنَا عَجَبًا ﴿٩﴾
[১০] স্মরণ করুন, যখন কয়েকজন যুবক গুহায় আশ্রয় নিয়েছিল এবং তারা বলেছিল, 'হে আমাদের রব! আমাদেরকে আপনার পক্ষ থেকে রহমত দান করুন এবং আমাদের সকল ব্যাপার আমাদের জন্য সঠিকভাবে আঞ্জাম দিয়ে দিন।'	اِذْ اَوَى الْفِتْيَةُ اِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوْا رَبَّنَاۤ اٰتِنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً وَّهَيِّئْ لَنَا مِنْ اَمْرِنَا رَشَدًا ﴿١٠﴾
[১১] অতঃপর কয়েক বছরের জন্য গুহার অভ্যন্তরে তাদের কানগুলোর উপর আমি আচ্ছাদন ঢেলে দিয়েছিলাম (অর্থাৎ, তাদেরকে ঘুমন্ত অবস্থায় রেখে দিয়েছিলাম)।	فَضَرَبْنَا عَلٰۤى اٰذَانِهِمْ فِى الْكَهْفِ سِنِيْنَ عَدَدًا ۙ ﴿١١﴾
[১২] তারপর আমি তাদেরকে (ঘুম থেকে) উঠালাম, যাতে আমি জানতে পারি, তাদের দু'দলের মধ্যে কারা সেখানে তাদের অবস্থানকাল সঠিকভাবে নির্ণয় করতে পারে।	ثُمَّ بَعَثْنٰهُمْ لِنَعْلَمَ اَىُّ الْحِزْبَيْنِ اَحْصٰى لِمَا لَبِثُوْۤا اَمَدًا ﴿١٢﴾ ع
[রুকূ'-২] [১৩] (হে নবী!) আমি আপনাকে তাদের কাহিনী যথাযথভাবে শোনাচ্ছি। তারা ছিল একদল যুবক; যারা তাদের রবের উপর ঈমান এনেছিল এবং আমি তাদেরকে সৎ পথে চলার শক্তি বাড়িয়ে দিয়েছিলাম ।	نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَاَهُمْ بِالْحَقِّ ؕ اِنَّهُمْ فِتْيَةٌ اٰمَنُوْا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنٰهُمْ هُدًى ﴿١٣﴾
[১৪] আমি তাদের অন্তরগুলো মযবুত করে দিয়েছিলাম, যখন তারা উঠে দাঁড়িয়ে ঘোষণা করেছিল যে, 'একমাত্র তিনিই আমাদের রব, যিনি আসমানসমূহ ও জমিনের রব। তিনি ছাড়া কখনোই আর কোনো ইলাহকে আমরা ডাকব না। যদি ডাকি, তাহলে সেটা অত্যন্ত গর্হিত কাজ হবে।'	وَّرَبَطْنَا عَلٰى قُلُوْبِهِمْ اِذْ قَامُوْا فَقَالُوْا رَبُّنَا رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ لَنْ نَّدْعُوَاْ مِنْ دُوْنِهٖۤ اِلٰهًا لَّقَدْ قُلْنَاۤ اِذًا شَطَطًا ﴿١٤﴾

৩৩-৫০ : মানুষের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহরাজি এবং তাদের অকৃতজ্ঞতা। মানুষের কল্যাণে আল্লাহর পক্ষ থেকে চাঁদ ও সূর্যের জন্য কক্ষপথ ও অক্ষপথ নির্ধারণ করে দেয়া। অবিশ্বাসীদের বিতর্ক। কিয়ামত সংঘটিত হবে একটিমাত্র প্রচণ্ড শব্দে।

৫১-৬৭ : দ্বিতীয়বার শিঙ্গায় ফুৎকার দেয়ার সাথে সাথে পুনরুত্থান শুরু হবে। মানুষের জীবনের কর্মকাণ্ডের ন্যায্য বিচার করা হবে। সেদিন ভালো লোকদের থেকে পাপীদেরকে আলাদা করে ফেলা হবে। শয়তানের ব্যাপারে মানুষকে দুনিয়াতেই সতর্ক করা হয়েছে। পাপীদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সেদিন তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে।

৬৮-৮৩ : কুরআন সুস্পষ্ট উপদেশ ও সতর্কবার্তা। কাব্য-কবিতার জন্য রাসূলকে পাঠানো হয়নি। মানুষের প্রতি আল্লাহর বিশাল অনুগ্রহ, অথচ তারা আল্লাহর সাথে শরীক করে। আল্লাহ অবশ্যই মানুষকে পুনঃ সৃষ্টি করবেন এবং বিচার করবেন। পুনরুত্থানের সপক্ষে যুক্তি পেশ।

সূরা [৩৬] ইয়া-সীন, মাক্কী

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

سُوْرَةُ يٰسٓ مَكِّيَّةٌ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

[১] ইয়া-সীন!	يٰسٓ ۚ ﴿١﴾
[২] প্রজ্ঞাপূর্ণ কুরআনের শপথ!	وَالْقُرْاٰنِ الْحَكِيْمِ ۙ ﴿٢﴾
[৩] (হে নবী!) নিশ্চয়ই আপনি রাসূলগণের একজন।	اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ۙ ﴿٣﴾
[৪] সরল-সঠিক পথের উপর আপনি প্রতিষ্ঠিত আছেন।	عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ؕ ﴿٤﴾
[৫] এ কুরআন প্রবল পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু আল্লাহর পক্ষ থেকেই নাযিলকৃত।	تَنْزِيْلَ الْعَزِيْزِ الرَّحِيْمِ ۙ ﴿٥﴾
[৬] (তিনি এটি নাযিল করেছেন) যাতে আপনি এমন একটি সম্প্রদায়কে সতর্ক করতে পারেন, যাদের পূর্ব-পুরুষদেরকে সতর্ক করা হয়নি। ফলে তারা গাফলতিতে ডুবে আছে।	لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَّآ اُنْذِرَ اٰبَآؤُهُمْ فَهُمْ غٰفِلُوْنَ ﴿٦﴾
[৭] আসলে, তাদের অধিকাংশের উপরেই (আল্লাহর আযাবের) সেই বাণী অবধারিত হয়ে গেছে। কাজেই তারা (আর) ঈমান আনবে না।	لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلٰٓى اَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿٧﴾
[৮] আমি তাদের গলায় চিবুক পর্যন্ত (লম্বা) লোহার বেড়ি পরিয়ে দিয়েছি। ফলে তারা ঊর্ধ্বমুখী হয়ে গেছে (অর্থাৎ, তাদের মাথাগুলো খাড়া হয়ে আছে)।	اِنَّا جَعَلْنَا فِيْٓ اَعْنَاقِهِمْ اَغْلٰلًا فَهِيَ اِلَى الْاَذْقَانِ فَهُمْ مُّقْمَحُوْنَ ﴿٨﴾
[৯] আর আমি প্রাচীর স্থাপন করে দিয়েছি, তাদের সামনে এবং তাদের পেছনে। (এভাবে) তাদের দৃষ্টিকে আমি আচ্ছন্ন করে দিয়েছি। ফলে তারা কিছুই আর দেখতে পায় না।	وَجَعَلْنَا مِنْۢ بَيْنِ اَيْدِيْهِمْ سَدًّا وَّمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَاَغْشَيْنٰهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُوْنَ ﴿٩﴾
[১০] (এখন তাই) আপনি তাদেরকে সতর্ক করুন বা না-করুন, তাদের জন্য উভয়টাই সমান; ঈমান আর তারা আনবে না।	وَسَوَآءٌ عَلَيْهِمْ ءَاَنْذَرْتَهُمْ اَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿١٠﴾

[৫১] তোমাদের মতো বহু দলকেই আমি (ইতঃপূর্বে) ধ্বংস করে দিয়েছি। অতএব, (এ থেকে) উপদেশ গ্রহণ করার মতো কেউ কি আছে?	وَلَقَدْ اَهْلَكْنَآ اَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ ﴿٥١﴾
[৫২] তারা যা কিছু করেছে, তা সবই (তাদের) আমলনামায় (সংরক্ষিত) আছে।	وَكُلُّ شَیْءٍ فَعَلُوْهُ فِی الزُّبُرِ ﴿٥٢﴾
[৫৩] প্রতিটি ছোট ও বড় বিষয়ই (তাতে) লিপিবদ্ধ আছে।	وَكُلُّ صَغِيْرٍ وَّ كَبِيْرٍ مُّسْتَطَرٌ ﴿٥٣﴾
[৫৪] নিশ্চয়ই মুত্তাকীরা থাকবে (জান্নাতের) বাগবাগিচা ও নহরসমূহের মধ্যে;	اِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِیْ جَنّٰتٍ وَّنَهَرٍ ﴿٥٤﴾
[৫৫] যথাযোগ্য সম্মানের আসনে, সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী মহাশক্তিধর সম্রাটের (আল্লাহর) সান্নিধ্যে।	فِیْ مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيْكٍ مُّقْتَدِرٍ ﴿٥٥﴾

সূরা [৫৫] আর্-রাহমান

আয়াত-৭৮, রুকূ'-৩, মাক্কী

নামকরণ: সূরার প্রথম শব্দ اَلرَّحْمٰنُ (আর-রাহমান) থেকেই এর নামকরণ করা হয়েছে। অর্থাৎ এটা ঐ সূরা, যা 'আর রাহমান' শব্দ দিয়ে শুরু করা হয়েছে। অবশ্য এ নামের সাথে সূরাটির আলোচ্য বিষয়ের গভীর সম্পর্ক রয়েছে। কারণ, এ সূরার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তাআলার কুদরত, রহমত ও মেহেরবানীর বিবরণ রয়েছে।

নাযিলের সময়: কুরআনের তাফসীরকারগণ সাধারণত এ সূরাকে মাদানী বলে মনে করেন। কিন্তু বিভিন্ন রেওয়ায়াত থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, সূরাটি মাক্কী যুগে নাযিল হয়েছে। হাদীস থেকে এ কথা প্রমাণিত যে, আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ রাদিয়াল্লাহু আনহু কাবা শরীফে কুরাইশ সরদারদেরকে এ সূরাটি পড়ে শোনানোর সময় তারা পাথর মেরে তাঁর চেহারা বিকৃত করে দিয়েছিল। নিঃসন্দেহে এ ঘটনা মাক্কী যুগেই ঘটেছিল।

আলোচ্য বিষয়

১-১৩ : মানুষের প্রতি আল্লাহর সীমাহীন দয়ার প্রমাণ। তিনিই কুরআন শিখিয়েছেন এবং মানুষকে কথা বলার সক্ষমতা দিয়েছেন।

১৪-২৫ : মানুষ ও জিন সৃষ্টির উপাদান এবং তাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ। সৃষ্টি জগতের নানাবিধ বৈচিত্র্যের বিবরণ।

২৬-৪০ : সব কিছু ধ্বংস হয়ে যাবে এবং কিয়ামত অনুষ্ঠিত হবে। তখন ইনসান ও জিনের কৃতকর্মের বিচার করা হবে। আল্লাহর পাকড়াও থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সাধ্য কারো নেই।

৪১-৪৫ : পাপীদের চিহ্নিত করা হবে এবং শাস্তি দেয়া হবে।

৪৬-৭৮ : যারা পৃথিবীতে আল্লাহকে ভয় করে জীবনযাপন করবে পরকালে তাদের অফুরন্ত নিয়ামতের বিবরণ। দুই ধরনের দুই জোড়া জান্নাতের বর্ণনা। মহামর্যাদাবান আল্লাহর কোনো নিদর্শন ও অনুগ্রহকে কোনো জিন কিংবা ইনসান অস্বীকার করতে পারবে না।

সূরা [৫৫] আর্-রাহমান, মাদানী বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম	سُوْرَةُ الرَّحْمٰنِ مَدَنِيَّةٌ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
[১] আর-রাহমান, (পরম করুণাময় আল্লাহ);	اَلرَّحْمٰنُ ﴿١﴾
[২] তিনিই শিক্ষা দিয়েছেন আল-কুরআন;	عَلَّمَ الْقُرْاٰنَ ﴿٢﴾

[৩] তিনিই সৃষ্টি করেছেন মানুষ;	خَلَقَ الْاِنْسَانَ ۙ ٣
[৪] এবং তাকে ভাষা শিখিয়েছেন।	عَلَّمَهُ الْبَيَانَ ٤
[৫] (তাঁর নির্দেশেই) সূর্য ও চন্দ্র-একটি সুনির্ধারিত হিসাব ও পরিমাপ অনুযায়ী আবর্তন করে।	اَلشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ ۪ ٥
[৬] আর তৃণলতা (কিংবা নক্ষত্ররাজি) ও বৃক্ষ (তাঁকেই) সিজদা করে।	وَّالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدٰنِ ٦
[৭] তিনিই আসমানকে সুউচ্চ করেছেন এবং স্থাপন করেছেন দাঁড়িপাল্লা;	وَالسَّمَآءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيْزَانَ ۙ ٧
[৮] যাতে তোমরা ওজন বা পরিমাপের ক্ষেত্রে সীমালঙ্ঘন না করো।	اَلَّا تَطْغَوْا فِى الْمِيْزَانِ ٨
[৯] (অতএব) তোমরা ওজনের ক্ষেত্রে ন্যায়পরায়ণতা প্রতিষ্ঠিত করো (অর্থাৎ, যথাযথভাবে ওজন করো) এবং ওজন বা পরিমাপে কম দিও না।	وَاَقِيْمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيْزَانَ ٩
[১০] আর জমিন; তিনিই সৃষ্টিকুলের জন্য এটিকে স্থাপন করেছেন।	وَالْاَرْضَ وَضَعَهَا لِلْاَنَامِ ۙ ١٠
[১১] এতে আছে সব রকমের ফলমূল ও খেজুর গাছ, যার ফল আবরণযুক্ত;	فِيْهَا فَاكِهَةٌ ۙ وَّالنَّخْلُ ذَاتُ الْاَكْمَامِ ۖ ١١
[১২] আরো আছে খোসাবিশিষ্ট শস্যদানা ও সুগন্ধি ফুল (বা লতাগুল্ম)।	وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ ۚ ١٢
[১৩] অতএব, (হে জিন ও ইনসান!) তোমরা উভয়ে তোমাদের রবের কোন্ কোন্ নিয়ামতকে অস্বীকার করবে?	فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ١٣
[১৪] তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন পোড়ামাটির মতো শুকনো ঠনঠনে মাটি থেকে;	خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ ۙ ١٤
[১৫] আর জিনকে সৃষ্টি করেছেন ধূম্রবিহীন আগুনের শিখা থেকে।	وَخَلَقَ الْجَآنَّ مِنْ مَّارِجٍ مِّنْ نَّارٍ ۚ ١٥
[১৬] অতএব, তোমরা উভয়ে তোমাদের রবের কোন্ কোন্ নিয়ামতকে অস্বীকার করবে?	فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ١٦
[১৭] তিনিই দুই উদয়াচলের রব এবং দুই অস্তাচলেরও তিনিই রব;	رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ ۚ ١٧
[১৮] অতএব, তোমরা উভয়ে তোমাদের রবের কোন্ কোন্ নিয়ামতকে অস্বীকার করবে?	فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ١٨
[১৯] তিনি (লোনা ও মিঠা পানির) দুটো সমুদ্রকে প্রবাহিত করেছেন, (দৃশ্যত) যারা পরস্পরের সাথে মিলে-মিশে যায়;	مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيٰنِ ۙ ١٩
[২০] কিন্তু তাদের উভয়ের মাঝে রয়েছে এমন এক (অদৃশ্য) অন্তরাল, যা তারা অতিক্রম করতে পারে না।	بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَّا يَبْغِيٰنِ ۚ ٢٠
[২১] অতএব, তোমরা উভয়ে তোমাদের রবের কোন্ কোন্ নিয়ামতকে অস্বীকার করবে?	فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ٢١

এ মুসহাফের বর্ণনাসূত্র ও লিখনপদ্ধতি

এ পবিত্র মুসহাফটি লিখিত এবং চিহ্নিত হয়েছে হাফ্‌স ইবন সুলাইমান ইবন আল-মুগীরাহ্ আল-আসাদীর রিওয়ায়েত (বর্ণনা) অনুসারে তাবেয়ী আসেম ইবন আবী নাজূদ আল-কূফীর ক্বিরাআত অনুযায়ী, যা তিনি বর্ণনা করেছেন আবূ আব্দির রহমান আব্দুল্লাহ্ ইবন হাবীব আস-সুলামী থেকে, যিনি বর্ণনা করেছেন উসমান ইবন আফফান, আলী ইবন আবী ত্বালিব, যায়েদ ইবন সাবিত ও উবাই ইবন কা'ব থেকে, যারা বর্ণনা করেছেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে।

খলীফা উসমান ইবন আফফান রাদিয়াল্লাহু আনহু যেসব মুসহাফ পাঠিয়েছিলেন মক্কা, বসরা, কূফা ও শাম দেশে, পাশাপাশি যে মুসহাফ তিনি মদীনাবাসীদের জন্য রেখেছিলেন এবং যে মুসহাফ তিনি নিজের জন্য রেখেছিলেন, সেসব মুসহাফ ও সে মুসহাফ থেকে অনুলিপিকৃত মুসহাফের লিখনপদ্ধতি (রাস্‌ম) সম্পর্কে কুরআনের ইলমুর রাস্‌ম (লিখনপদ্ধতি শাস্ত্র)-এর পণ্ডিতগণ যে বর্ণনা দিয়েছেন, তা থেকেই এ-মুসহাফের বানান (হেজে) নেয়া হয়েছে।

অন্যান্য চিহ্ন

- মদ্দের হরফ (ي - ا - و)-এর উপর চিকন ঢেউয়ের মতো চিহ্ন (~) থাকলে তা তিন আলিফ পরিমাণ দীর্ঘ করে পড়তে হয়।
- মদ্দের হরফ এবং সূরার শুরুতে পৃথক পৃথকভাবে পঠিত বর্ণসমূহ (হুরূফে মুকাত্তাআত)-এর উপর মোটা চিহ্ন (~) থাকলে তা চার আলিফ পরিমাণ দীর্ঘ করে পড়তে হয়।
- কুরআনের যেসব শব্দে অতিরিক্ত আলিফ (ا) আছে, অর্থাৎ, যে আলিফ শুধু লেখার নিয়ম অনুযায়ী লেখা হয়, কিন্তু পড়তে হয় না, তাকে 'আলিফে যায়েদাহ্' বলে। পাঠকের সুবিধার্থে এসকল আলিফে যায়েদার উপর একটি গোল চিহ্ন (ْ) দেয়া হয়েছে। এরূপ 'আলিফে যায়েদাহ্' কুরআনের ২৪ জায়গায় চিহ্নিত আছে। কিন্তু সর্বনামবাচক أَنَا শব্দ পরবর্তী শব্দের সাথে মিলিয়ে পড়ার সময় এর শেষের আলিফটিও পড়া হয় না। কিন্তু এগুলোর সংখ্যা অধিক বলে এই আলিফের উপর কোনো চিহ্ন দেয়া হয়নি। তবে أَنَابَ (সূরা লুক্বমান: ১৫), أَنَابُوٓا (সূরা আয-যুমার: ১৭), ٱلۡأَنَامِلَ (সূরা আলে-ইমরান: ১১৯), এবং وَأَنَاسِيَّ (সূরা আল-ফুরক্বান: ৪৯)-এ চার শব্দের أَنَا সর্বনাম নয় বরং শব্দের অংশ বিধায় এতে আলিফ সবসময় পড়া হবে।
- ছোট একটি মীম (ۢ) তানবীনযুক্ত হরফের দ্বিতীয় হরকতের পর, অথবা সাকিনযুক্ত নূন-এ সাকিন চিহ্নের পর ব্যবহার হলে এর অর্থ হলো, উক্ত তানবীন বা সাকিনযুক্ত 'নূন'টি 'মীম' হিসেবে পাঠ করা হবে। যেমন-

  عَلِيمٌۢ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ - جَزَآءًۢ بِمَا كَانُوا - كِرَامٍۢ بَرَرَةٍ - أَنۢبِئۡهُم - وَمِنۢ بَعۡدِ

- ছোট একটি নূন (ن) দুই শব্দের মাঝখানে (তানবীনযুক্ত হরফের দ্বিতীয় হরকতের পরিবর্তে) ব্যবহার হলে এর অর্থ হলো মিলিয়ে পড়ার ক্ষেত্রে উক্ত নূন হরকতসহ পাঠ করতে হবে। এটি নূনে কুত্‌নী নামেও প্রসিদ্ধ। যেমন- لُّمَزَةٍ ۝١ ٱلَّذِى - مُّبِينٍ ۝٨ ٱقۡتُلُوا
- ص এর উপর س থাকার অর্থ, 'শাতেবীয়া'র পদ্ধতিতে হাফ্‌সের রিওয়ায়েত অনুযায়ী তা س-ই পড়তে হবে, ص নয়। যথা- (وَٱللَّهُ يَقۡبِضُ وَيَبۡصُۜطُ) (সূরা আল-বাক্বারাহ: ২৪৫), (وَزَادَكُمۡ فِى ٱلۡخَلۡقِ بَصۜۡطَةً) (সূরা আল-আ'রাফ: ৬৯)

আল-কুরআনুল কারীমের কতিপয় বিষয়-নির্দেশিকা

অহীঃ অহীর মাধ্যমে ছাড়া আল্লাহ কারো সাথে কথা বলেন না ৫:১১; ৮:১২; ২৮:৭; ৪২:৫১। পূর্ববর্তী নবীগণের মতোই মুহাম্মদ (সা)-এর প্রতি অহী প্রেরিত হয়েছে ৪:১৬৩। ৩৯:৬৫। কুরআন অহীর মাধ্যমেই এসেছে ৬:১৯; ১১:৪৯; ১৩:৩০; ১৮:২৭; ২৯:৪৫; ৪৩:৪৩। মুহাম্মদ (সা) অহীর বাইরে দীনের কোনো নির্দেশনা দেননি ৫৩:৪; ১০:১৫, ১০৯; ২০:১১৪; ৬:৫০, ১০৬; ১৮:১১০; ৩:৪৪; ১২: ১০২; ১১: ৪৯।

অর্থনৈতিক বিধিমালাঃ সম্পদের প্রকৃত মালিকানাঃ ২;২৮৪; ৭:১২৮; ৪২:১২; ৩০:২৮; মানুষ সম্পদের মালিক নয়; প্রতিনিধিঃ ৬:১৬৫; ৪৩:৩২; ১৭:৩০; ১৬:৭১; ৩৪:৩৯; ২:২৯; ১৪:৩২-৩৪; ৭:১০; ৫৬:৬৩-৬৪; সম্পদ দুই প্রকারঃ হালাল ও হারাম ৭:১৫৭; ২:২৭৫; ৪:২৯; ১১:৮৭; সম্পদ অর্জনের জন্য প্রচেষ্টা চালানোর নির্দেশ ৬২:১০; ৬৭:১৫; ২:২৯; ৭:১০, ৩২; ৫৬:৬৩-৬৪। হালাল (বৈধ) সম্পদ উপার্জনের তাকিদ ৫:৮৭-৮৮; ২:১৬৮; ৮:৬৯; ব্যবসা হালাল ২:২৭৫; ৪:২৯; সুদী উপার্জন নিষিদ্ধ ২:২৭৫; সম্পদ চুরি নিষিদ্ধ ৫:৩৮; আত্মসাৎ নিষিদ্ধ ৩:১৬১; ৪:২৯; জুয়া, ভাগ্যগণনা, লটারি ইত্যাদির উপার্জন নিষিদ্ধ ৫:৯০; প্রতারণা ও জবর দখল নিষিদ্ধ ২:১৮৮; এতিমের সম্পদ ভক্ষণ নিষিদ্ধ ৪:২, ১০; দেহ বিক্রয়ের উপার্জন নিষিদ্ধ ২৪:৩৩; ১৭:৩২; হারাম পণ্যের ব্যবসা নিষিদ্ধ ৫:৯০; ওজনে কম-বেশির মাধ্যমে উপার্জন নিষিদ্ধ ৮৩:১-৩; ৮:৮৫; ১১:৮৪। ঘুষ ও অন্যায় উপার্জন নিষিদ্ধ ৫:৩৩; অপব্যয় নিষেধ ৬:১৪১; ৭:৩১; ধনৈশ্বর্যের অহমিকা নিষিদ্ধ ২৮:৫৮; ১০২:১-৩; ১০৪:১-৩; কৃপণতা নিষিদ্ধ ৩:১৮০; ৯:৩৪, ৭৬; ৯২:৮; ৪৭:৩৮; ৪:৩৭; ৫৭:২৪; অর্থব্যয়ে মধ্যপন্থা অবলম্বনের নির্দেশ ১৭:২৯; ২৫: ৬৭; জনকল্যাণে অর্থদানের নির্দেশ ২৮:৭৭; ২:১৭৭; ৪:৩৬-৩৮; ৭৬:৮-৯; ৭০:২৪-২৫; ২:১৯৫, ২৫৪; ২:২৭২; ৩৫:২৯-৩০; অর্থ-সম্পদ আল্লাহর পথে দানের নির্দেশ ২:১৯৫, ২৬১, ২৬২, ২৬৫; ৮:৬০; ৫৭:১০। উত্তম সম্পদ থেকে দানের নির্দেশ ২:২৬৭; ৩:৯২।

অপচয়-অপব্যয়ঃ অপব্যয়কারী শয়তানের ভাই ১৭:২৬-২৭। আল্লাহ অপব্যয়কারীদের পছন্দ করেন না ৭:৩১। অপচয়ে নিষেধাজ্ঞা ৬:১৪১। মিতব্যয়িতা মু'মিনের বৈশিষ্ট্য ২৫:৬৭।

অহংকারঃ অহংকার ঈমানের পথে প্রতিবন্ধক ১৬:২২; ৪৬:১০; ১০:৭৫; ৭:১৪৬; আল্লাহ অহংকারীদের পছন্দ করেন না ১৬:২৩; কোনো সৃষ্টির পক্ষে অহংকার করার অধিকার নেই ৭:১৩; অহংকার ও অহংকারীর পরিণাম ৭:১৩, ৪০-৪১; ১৬:২৯; ৩৯:৭২; ৪০:৩৫, ৭৫-৭৬; ৪৬:২০; ৭৪:২৩-২৯; ৪:১৭৩; ৭:৩৬।

অভিবাদনঃ ইসলামী অভিবাদনের পদ্ধতি ৪:৮৬। জান্নাতীদের পারস্পরিক অভিবাদন ১০:১০; ১৩:২৪; ৩৩:৪৪। জান্নাতে প্রবেশের সময় ফেরেশতাদের অভিবাদন ৩৯:৭৩।

অলিঃ মু'মিনদের অলি, অভিভাবক ও সাহায্যকারী হলেন আল্লাহ ২:১০৭, ২৫৭; ৩:৬৮; ৯:১১৬; ২৯:২২; ৩২:৪; ৪২:৯,৩১; ৪৫:১৯; ৪:৪৫,১২৩; ৬:১৪,১২৭; ৭:৩,১৫৫; ৩৪:৪১; ৭:১৯৬; ১২:১০১; ২৫:১৮; কাফিরদের অলি শয়তান ও তাগুত ৭:২৭; ২:২৫৭; আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে অলি বানানো যাবে না ৭:৩; ৪২:৬; ৪৬:৩২। মু'মিনদের বাদ দিয়ে কাফিরদের অলি বানানোতে নিষেধাজ্ঞা ৩:২৮; ৪:১৪৪; ৯:৭১। কাফির, মুশরিক, মুনাফিকরা পরস্পরের অলি ৯:৬৭।

অলি-আল্লাহঃ অলি আল্লাহ কারা? ৯:৭১; ১০:৬২-৬৪;

অসিয়তঃ অসিয়তের বিধান ২:১৮০-১৮২; অসিয়তের সময় সাক্ষী রাখাঃ ৫:১০৬-১০৮; মৃত্যুর সময় স্ত্রীর জন্য অসিয়তঃ ২:২৪০;

অনুমতি প্রার্থনাঃ অনুমতি না নিয়ে কারো ঘরে প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা ২৪:২৭-২৯। নবীগৃহে প্রবেশের জন্য অনুমতি প্রার্থনার নির্দেশ ৩৩:৫৩। কক্ষে প্রবেশের ক্ষেত্রে তিন সময় চাকর-বাকর এবং বাচ্চাদেরকেও অনুমতি প্রার্থনার বিধান ২৪:৫৮-৫৯।

আল্লাহঃ 'আল্লাহ' শব্দটি কুরআনে তিন হাজার বারের বেশি এসেছে।